আফ্রিকা সিরিজ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ও মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের ইতিহাস

আফ্রিকা সিরিজ

সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ও

মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের ইতিহাস

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর

আবদুর রহমান আজহারি

ইতিহাস বিভাগ, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪৫০, US $ 20. UK £ 17

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-97834-0-4

Muwahhid Samrajjer Etihas
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি উম্মাহর জন্য। বিশেষভাবে উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের জন্য। আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন, গ্রন্থটি যেন হয় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

চিত্র : মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের মানচিত্র

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি আমাদের তাওফিক দিয়েছেন ইতিহাস ও গবেষণার ওপর ধারাবাহিক গ্রন্থ প্রকাশের। ইতিহাসের ওপর আমাদের কাজের ধারাবাহিকতায় এবার আপনাদের হাতে তুলে দিলাম *সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ও মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের ইতিহাস* গ্রন্থটি।

উত্তর আফ্রিকার মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্য মুরাবিত সাম্রাজ্যের একসাগর রক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়; যে মুরাবিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন পৃথিবীখ্যাত বীর মুজাহিদ ও সুলতানরা। গ্রন্থটিতে মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এতে তাদের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্ত, তার ভ্রান্ত আকিদা এবং দাওয়াহর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মসূচির বর্ণনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে মুরাবিত সাম্রাজ্যে মুওয়াহহিদদের বিবাদের আলোচনা; তাদের হত্যাযজ্ঞ, রক্তপাত আর জনসাধারণের সম্মানহানির কথা।

গ্রন্থটিতে মুওয়াহহিদ সুলতানদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার পাশাপাশি মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজকীয় রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুওয়াহহিদরা কীভাবে ধীরে ধীরে তাদের ভ্রান্ত আকিদা থেকে সরে এসে সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুরের মতো মহান শাসকের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়, তারও বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তাদের আকিদা-বিশ্বাস আহলুস সুন্নাতের কাছাকাছি নিয়ে আসা। অবশ্য একসময় মুওয়াহহিদরা তাদের ভ্রান্ত আকিদা থেকে অনেকটাই সরে আসে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত, ক্ষমতার মোহ, সম্পদের লোভ আর বিলাসিতা ভর করে। দুনিয়ার অমোঘ বিধান হিসেবে লাঞ্ছনাকর পরাজয়ও ঘটে মুওয়াহহিদদের। গ্রন্থটি পড়লে পাঠক বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবদুর রহমান আজহারি। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অথচ জটিল ও কঠিন গ্রন্থটি তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে অনুবাদ করেছেন। সম্পাদনার সময় আমার মনে হয়নি আমি কোনো অনুবাদগ্রন্থ পড়ছি। তিনি অত্যন্ত মেপে মেপে উপযুক্ত

শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে উপযুক্ত বিনিময় দান করুন।

ভাষা, বানান ও প্রুফ সমন্বয়ের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন ও আলমগীর হুসাইন মানিক। তাদের প্রত্যেকের নেক হায়াত কামনা করি।

গ্রন্থটিতে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, শহর, ব্যক্তি ও জিনিসপত্রের দুর্বোধ্য ও কঠিন অনেক নাম স্থান পেয়েছে। আমরা সেগুলো মূল আরবি ও ইংরেজির সঙ্গে মিলিয়ে যথাসম্ভব শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি। কোথাও কোথাও এসব নামের পাশে ব্র্যাকেটে আরবি-ইংরেজিও জুড়ে দিয়েছি বা আধুনিক নাম দিয়েছি। অনুবাদক ও সম্পাদনা-পরিষদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছি।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় পাঠককে জানিয়ে রাখা দরকার মনে করছি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির শেষ অধ্যায় ছিল গ্রানাডা রাজ্যের পতন এবং উত্তর আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যের উত্থান-পতন নিয়ে। কিন্তু ওই অংশের সঙ্গে মুওয়াহহিদদের সম্পর্ক খুবই কম। যদিও মুওয়াহহিদদের পরাজয়ের মাধ্যমে বাকি রাজ্যগুলোর উত্থান বা পরাজয় নিশ্চিত হয় এবং এর একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু আমাদের অনুবাদক ও সম্পাদনা-পরিষদের মনে হয়েছে ওই অংশটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের দাবি রাখে। তাই ওই অংশটিকে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। আর গ্রন্থটির নাম রেখেছি *গ্রানাডা ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাজ্যসমূহের ইতিহাস*। আশা করি গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক আমাদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবেন।

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থটিও বিন্যাস করেছি। অধ্যায়, শিরোনাম-উপশিরোনাম পাঠকদের কথা বিবেচনায় রেখে আমাদের মতো করে সাজিয়েছি, যাতে কোনো বিষয় অস্পষ্ট না থাকে। এ ছাড়া কিছু মানচিত্র দেওয়া হয়েছে গ্রন্থটিতে। এতকিছুর পরেও কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ করছি।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
৭ জুলাই ২০২৩

অনুবাদকের কথা

মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্য ইসলামি ইতিহাসের বৃহত্তর সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। সাম্রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্ত ছিলেন একজন বিস্ময়কর মানুষ। বিলাদুল মাগরিবের সোস অঞ্চলের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া এ মানুষটি প্রথমে মুসলিমবিশ্বের পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র ভ্রমণ করে জ্ঞান অন্বেষণ করেন এবং মুসলিমবিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেন। এরপর বিলাদুল মাগরিবে ফিরে এসে তৎকালীন উত্তর আফ্রিকায় প্রচলিত সুন্নি, খারিজি, রাফিজি, মুতাজিলা আকিদাসহ সব মতাদর্শের সমন্বয়ে নিজের মতো করে একটি নতুন মতবাদ প্রণয়ন করে দাওয়াতি কার্যক্রম চালাতে থাকেন। তিনি নিজের অনুসারীদের নাম রাখেন 'মুওয়াহহিদুন' বা 'তাওহিদবাদী সম্প্রদায়'। দাওয়াহকে তিনি তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি হাতিয়ার হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। ধোঁকা, প্রতারণা আর ভেলকিবাজির মাধ্যমে তৈরি করা অনুসারীদের বিশাল দল নিয়ে তিনি মুরাবিত সাম্রাজ্যে আঘাত হানেন। রক্তপাত আর হত্যাযজ্ঞের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি যখন সফলতার দ্বারপ্রান্তে, এমন সময় তার মৃত্যু হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তার শিষ্য ও সেনাপতি আবদুল মুমিন ইবনু আলি মুরাবিত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে বিলাদুল মাগরিব ও বিলাদুল আন্দালুসে মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্য যদিও মতাদর্শ ও দাওয়াহর ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল; কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তা মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের মতাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসে এবং রাজতান্ত্রিক উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান আবদুল মুমিন ইবনু আলির যুগেই তুমার্তি মতাদর্শ রাজকীয়ভাবে তার গুরুত্ব হারায়। তৃতীয় সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ব্যক্তিগতভাবে তুমার্তি মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে সুলতান আল মামুন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে পুরো সাম্রাজ্য থেকে তুমার্তি মতাদর্শকে ছাটাই করেন এবং আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের আদলে সবকিছু ঢেলে সাজান।

ইসলাম ও উম্মাহর স্বার্থে মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের অনেক সুলতানই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বীর মুজাহিদ সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর এ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম শাসক। তিনি মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সামসময়িক ছিলেন। যে সময়টাতে

সুলতান সালাহুদ্দিন বিলাদুশ শামে হিত্তিনের যুদ্ধে বিশাল খ্রিস্টবাহিনীকে পরাজিত করে প্রাচ্যের ক্রুসেডারদের কোমর ভেঙে দেন, ঠিক তখনই সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর বিলাদুল আন্দালুসে সংঘটিত ঐতিহাসিক আরাকযুদ্ধে কাস্টিল ও আরাগুন সাম্রাজ্যের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত ইউরোপীয় খ্রিস্টশক্তিকে পরাজিত করে পাশ্চাত্যের ক্রুসেডারদের আগ্রাসন রুখে দেন। এভাবে ভালো-মন্দের সংমিশ্রণে মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্য ইসলামি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মারিনি সুলতান ইয়াকুব ইবনু আবদুল হকের হাতে ৬৬৮ হিজরিতে (১২৬৯ খ্রিস্টাব্দ) মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং ডক্টর শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি রচিত *দাওলাতুল মুওয়াহহিদিন* গ্রন্থটি অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে আমার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া এবং ইতিহাসবিষয়ক কয়েকটি আরব গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক সম্পৃক্ততার কারণে ইতিহাসচর্চার একটি অংশ হিসেবে গ্রন্থটির অনুবাদ করতে থাকি। গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত আফ্রিকা মহাদেশের বেশকিছু স্থানের নামের জটিলতা নিরসনে আল আজহারের আমার দুই আফ্রিকান বন্ধু আমাজিগ ভাষাভাষী ইউসুফ ফাক্কি ও হামজার সঙ্গে মতবিনিময় করে বেশ উপকৃত হয়েছি।

আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়ায় ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন হয়। পরবর্তী অর্ধ বছরে গ্রন্থটি নিয়ে কালান্তর টিমের আন্তরিক ও নিরলস শ্রম আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিষয়বস্তুর বিবেচনায় পাঠকদের সুবিধার্থে *দাওলাতুল মুওয়াহহিদিনের* অনুবাদ দুটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রকাশকের কথায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যবিষয়ক স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নেই বলে জানি। *সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর ও মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের ইতিহাস* সেই শূণ্যস্থান কিছুটা হলেও পূরণ করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা সম্মানিত লেখককে ও গ্রন্থটির সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্য সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। গ্রন্থটির মাধ্যমে উম্মাহকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করুন।

আবদুর রহমান
নসর সিটি, কায়রো, মিসর
তাং : ৫ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্ত # ২১

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশধারা, জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ এবং শায়খরা # ২২

এক : নাম ও বংশধারা ২২
দুই : জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ ২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের ঐতিহাসিক কালপর্ব # ৩০

এক : সুন্নি মতাদর্শ ৩০
দুই : খারিজি মতবাদ ৩৩
তিন : রাফিজি মতাদর্শ ৩৪
চার : মুতাজিলা মতবাদ ৩৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের প্রত্যাবর্তন এবং আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ # ৩৭

এক : মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের প্রত্যাবর্তন ৩৭
দুই : দাওয়াহের প্রচারে ইবনু তুমার্ত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ৪৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইবনু তুমার্তের দাওয়াহের আকিদা ও চিন্তার ভিত্তি # ৫০

এক : নিজেকে প্রতিশ্রুত মাহদি দাবি ৫০
দুই : মুতাজিলা আকিদায় প্রভাবিত হওয়া ৬০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইবনু তুমার্তের তারবিয়াতি ও সিয়াসি মানহাজ # ৮৬

এক : তারবিয়াতি মানহাজ ৮৬
দুই : সিয়াসি বা রাজনৈতিক মানহাজ ৮৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

আবদুল মুমিন ইবনু আলি ও তাঁর বংশধর # ১১১

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবদুল মুমিন ইবনু আলি # ১১২

এক : নাম ও বংশধারা ১১২
দুই : মুরাবিতদের বিরুদ্ধে আবদুল মুমিনের যুদ্ধ ও বিলাদুল মাগরিবকে ঐক্যবদ্ধকরণ ১১৭
তিন : আন্দালুসের প্রতি মুওয়াহহিদদের মনোযোগ ১২৮
চার : আল-মাগরিবুল আদনা ও আল-মাগরিবুল আওসাত বিজয় ১৩১
পাঁচ : ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে আবদুল মুমিনের আচরণ এবং রাজ্যের নীতিমালা বিন্যাসে বিধর্মীদের নির্বাসন ১৩৪
ছয় : আবদুল মুমিন ইবনু আলির কিছু কীর্তি ১৩৮
সাত : আবদুল মুমিনের জীবনের আরও কিছু বৃত্তান্ত ও ইনতিকাল ১৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান আবু ইয়াকুব ইউসুফ # ১৫৪

এক : ইলম অর্জন ও বায়আত গ্রহণ ১৫৪
দুই : আন্দালুস নিয়ে সুলতান আবু ইয়াকুব ইউসুফের রাজনীতি ১৫৭
তিন : আল-মাগরিবুল আকসায় বিদ্রোহ ১৬০
চার : আল-মাগরিবুল আকসার পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ ১৬১

পাঁচ : মুওয়াহহিদ সুলতানের আন্দালুস অভিযান ১৬২
ছয় : আন্দালুস ঐক্যবদ্ধ করতে সুলতান আবু ইয়াকুবের ব্যর্থতার কারণসমূহ ১৬৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর # ১৭০

এক : নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৭০
দুই : মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের মানহাজ সংস্করণ ১৭১
তিন : রণাঙ্গনে আবু ইউসুফ ইয়াকুবের নীতি ১৭৮
চার : আরাকযুদ্ধ ১৮৫
পাঁচ : সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও আবু ইউসুফ ইয়াকুবের দূতবিনিময় ১৯৮
ছয় : সুলতানের ইনতিকাল এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ ও চরিত্র ২০৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতান আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ নাসির # ২০৬

এক : বনু গানিয়ার বিদ্রোহ ২০৭
দুই : সুলতান আন নাসির লি-দিনিল্লাহর আন্দালুস অভিযান ২১১
তিন : ঐতিহাসিক ইকাবযুদ্ধ ২১৬
চার : ইকাবযুদ্ধে পরাজয়ের কারণসমূহ ২২১
পাঁচ : মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ ২২৫
ছয় : মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের পতনপরবর্তী আন্দালুস ও উত্তর আফ্রিকা ২৪০

সারাংশ # ২৪২

চিত্র : আরাক যুদ্ধের মানচিত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই স্তুতি গাই, তাঁর কাছেই সাহায্যের আবেদন জানাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই আমাদের নাফসের অনিষ্ট এবং কৃতকর্মের কুফল থেকে। তিনি যাকে হিদায়াত দেন কেউ তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাঁকে হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং তাঁর কোনো অংশীদারও নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বিশেষ বান্দা ও মনোনীত রাসুল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা : আলে ইমরান : ১০২]

> হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। তাঁর থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীকে। যিনি তাঁদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী। আর ভয় করো আল্লাহকে, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা করো এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [সুরা নিসা : ১]

> হে মুমিনরা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ ত্রুটিমুক্ত এবং পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, সকল প্রশংসা আপনার জন্যই; আপনার মহান সত্তা ও বিশাল ক্ষমতা অনুপাতে। সকল মহিমা আপনার জন্যই; যতক্ষণ-না আপনি সন্তুষ্ট হন। আর সন্তুষ্ট হওয়ার পরও সকল মহিমা আপনার জন্যই।

উত্তর আফ্রিকার ইসলামি ইতিহাসবিষয়ক এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি *মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের ইতিহাস* নিয়ে রচিত। এতে মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্ত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। ইবনু তুমার্তের ভ্রান্ত আকিদাসমূহ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যেসব ভিত্তির ওপর তার দাওয়াহ প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে তার অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের বিবরণ। তুলে ধরা হয়েছে মুরাবিত সাম্রাজ্যে মুওয়াহহিদদের বিবাদের আলোচনা; তাদের হত্যাযজ্ঞ, রক্তপাত ও জনসাধারণের সম্মানহানির কথা।

মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের দাওয়াহের স্তরগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ্যসাধনে তিনি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ইঙ্গিত করা হয়েছে উম্মাহর জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা আঁকড়ে ধরার গুরুত্বের প্রতি—ভ্রান্ত আকিদা, বাতিল দাওয়াহ ও বিকৃত মানহাজ থেকে সুরক্ষিত থাকতে যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এই গ্রন্থে মুওয়াহহিদ সুলতানদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে আবদুল মুমিন ইবনু আলির মাধ্যমে মুওয়াহহিদ সুলতানদের আলোচনা শুরু হয়েছে। সুলতান আবদুল মুমিনের হাতেই পতন ঘটেছিল বিখ্যাত মুরাবিত সাম্রাজ্যের। তিনি তাঁর শক্তিশালী বার্বার বাহিনী নিয়ে উত্তর আফ্রিকাকে নিজের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনিই মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক আদর্শ ও রাজকীয় রীতিনীতি তৈরি করে যান। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর উত্তরসূরিরাও এ পথ ধরেই অগ্রসর হন।

এ গ্রন্থে মুওয়াহহিদদের ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলোর বৃত্তান্তও আলোচনা করা হয়েছে। এমনই একটি ভয়ংকর যুদ্ধ ঐতিহাসিক 'আরাকযুদ্ধ'। ৫৯১ হিজরিতে মুওয়াহহিদ সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুরের নেতৃত্বে এটি সংঘটিত হয়। এ গ্রন্থে আরাক রণাঙ্গনের একটি জীবন্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে আরাকযুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর বিজয়ের কারণগুলো। তুলে ধরা হয়েছে যুদ্ধজয়ের সুদূরপ্রসারী ফলাফল।

মুওয়াহহিদদের আকিদা সংশোধনে সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুরের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন তাদের আকিদা-বিশ্বাস আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মানহাজের কাছাকাছি নিয়ে আসতে।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও মুওয়াহহিদ সুলতান আবু ইউসুফের মধ্যকার ঐতিহাসিক আলোচনাও তুলে ধরা হয়েছে। সালাহুদ্দিন আইয়ুবি আবু ইউসুফের কাছে নৌযান ও যুদ্ধসামগ্রী পাঠানোর আবেদন করেছিলেন। তবে বিশেষ কিছু কারণে তিনি

তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে পারেননি। পারেননি প্রাচ্যের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে সালাহুদ্দিনকে সঙ্গ দিতে। যেসব কারণে তিনি আইয়ুবির আহ্বানে সাড়া দিতে পারেননি, সেগুলোও এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দালুস, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও লিবিয়াতে বেশকিছু বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এসব বিদ্রোহের কারণ, বিদ্রোহ দমনে মুওয়াহহিদদের পদক্ষেপ এবং উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহের প্রভাব নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলোও। উত্থান-পতনের ঐশী রীতি এবং নিকট ও দূরবর্তী কারণসমূহ নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

আমাদের এ প্রচেষ্টা ও শ্রম নতুন কিছু নিয়ে আসেনি। আমরা শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ, মর্ম উদ্‌ঘাটন, বিবরণ ও বিন্যাসের চেষ্টা করেছি। এতে ভালো কিছু হয়ে থাকলে তা একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর কোনো বিচ্যুতি ঘটে থাকলে তা আমার অসতর্কতার কারণেই ঘটেছে। আমি তা থেকে ফিরে আসার আগ্রহ রাখি। আমাকে অবগত করার অনুরোধ রইল। আমাদের এ গ্রন্থে সংযোজন-বিয়োজন, গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান এবং আলোচনা-সমালোচনার দরজা সবসময় খোলা থাকবে।

গ্রন্থটি রচনার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য

১. ভ্রান্ত আকিদা ও বিকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দাওয়াহের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা।

২. উম্মাহর জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা আঁকড়ে ধরা এবং সন্তানদের এর দীক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরা, যাতে তারা সহজেই কুরআন-হাদিস ও সুদক্ষ আলিমদের ঐকমত্যবিরোধী যেকোনো বিকৃত মানহাজ ও বাতিল আকিদা সহজেই চিনে নিতে পারে।

৩. পৃথিবীর বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অবস্থা, প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ও পতনের কারণসমূহ জানার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা। বিশ্বচরাচর ও মানবসমাজকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলার রীতিনীতিগুলো নিয়ে ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করা।

৪. ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণকারী বিখ্যাত কিছু আলিম ও ফকিহের পরিচয় তুলে ধরা।

৫. বিশুদ্ধ আকিদা ও সঠিক চিন্তাধারার আলোকে রচিত গবেষণাপত্রের মাধ্যমে

ইসলামি ইতিহাসের গ্রন্থাগারকে আরও সমৃদ্ধ করা; যে গবেষণাগুলো হবে প্রাচ্যবিদদের বিষাক্ত ছোবল ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিকৃত চিন্তাধারা থেকে মুক্ত। যারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বিকৃত করে ফেলতেও কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করে না।

৬. ঐতিহাসিক সেসব ভ্রান্তি তুলে ধরা, যেগুলো অপব্যাখ্যাকারী কুচক্রী মহলকে সংশোধনের বস্ত্রে আচ্ছাদিত করেছে এবং উম্মাহর নেতৃত্বের আসনে এনে তাদের বসিয়ে দিয়েছে।

৭. এ কথা তুলে ধরা যে, আকিদা, ইবাদত, আখলাক ও মুআমালার বিষয়ে সংঘটিত সেসব সংস্কার-আন্দোলনই উম্মাহর পক্ষ থেকে মূল্যায়ন ও সমীহ পাওয়ার অধিকার রাখে, যেগুলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মানহাজ অনুপাতে পরিচালিত হয়েছে এবং হবে।

৮. এ বার্তা তুলে ধরা যে, যারাই উম্মাহকে তাকফির করেছে, মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং তাদের মানসম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, তারাই সর্ব যুগের ফিতনা-ফ্যাসাদ ও নাশকতার মূল হোতা।

আমি গ্রন্থটিকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি :

প্রথম অধ্যায় :

মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্ত। এ অধ্যায়ে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ : নাম, বংশধারা ও জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের ঐতিহাসিক কালপর্ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রত্যাবর্তন ও আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের দাওয়াহের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আকিদাগত ভিত্তিসমূহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের তারবিয়াতি ও সিয়াসি মানহাজ।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

সুলতান আবদুল মুমিন ইবনু আলি ও তাঁর বংশধররা। এ অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ : সুলতান আবদুল মুমিন ইবনু আলি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুলতান আবু ইয়াকুব ইউসুফ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানসুর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুওয়াহহিদ সুলতান আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আন নাসির।

সব শেষে তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থের সারাংশ।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, যেন এ কাজটি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়। যে বর্ণগুলো আমি লিখেছি, তার বিনিময়ে তিনি যেন আমাকে উত্তম প্রতিদান দেন। প্রতিটি বর্ণ আমার নেক আমলের পাল্লায় তুলে ধরেন। যে-সকল সুহৃদ-বন্ধু তাড়া দিয়ে আমাকে এ কাজ পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও উত্তম বিনিময় দেন। তিনিই তাওফিকদাতা ও সকল ক্ষমতার মালিক।

হে আল্লাহ, আমরা আপনারই মহিমা গাই। আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকি। সাক্ষ্য দিই, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার দুয়ারেই তাওবা করি।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

আল্লাহর ক্ষমাপ্রার্থী বান্দা
আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি

চিত্র : ইকাব যুদ্ধের মানচিত্র

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্ত

- নাম, বংশধারা, জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ এবং শায়খরা।
- মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের ঐতিহাসিক কালপর্ব।
- মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের প্রত্যাবর্তন এবং আন্দোলনের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ইবনু তুমার্তের দাওয়াহের আকিদা ও চিন্তার ভিত্তি।
- ইবনু তুমার্তের তারবিয়াতি ও সিয়াসি মানহাজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশধারা, জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ এবং শায়খরা

এক. নাম ও বংশধারা

মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের বংশধারা নির্ণয়ে ইতিহাসবিদদের মতানৈক্য রয়েছে। কিছু ইতিহাসবিদের কাছে ইবনু তুমার্ত ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। ফাতিমা ও আলি রা.-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের বংশধারা রাসুল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছায়।

ইতিহাসবিদদের অপর একটি অংশ তার বংশধারাকে বার্বার সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। আরেক দল ইতিহাসবিদ তার বংশধারাকে বার্বার ও আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্রিত বলে অভিহিত করেছেন। তবে মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্ত নিজে এবং পরবর্তী মুওয়াহহিদরা তার বংশধারা আরব, কুরাইশি ও রাসুল ﷺ-এর বংশধর বলেই দাবি করেছেন।[১]

ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রই জানেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্ত প্রথমবারেই নিজেকে কুরাইশি বলে দাবি করেননি; তিনি পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে এ দাবি করেছেন, যাতে মানুষ তার দাবি সত্য বলে মেনে নেয়। তিনি যখন নিশ্চিত হন যে, তার অনুসারীরা তাকে আস্থার পাত্রে পরিণত করেছে এবং এখন মানুষ তার যেকোনো কথা মেনে নেবে, তখনই তিনি প্রতিশ্রুত মাহদি ও নবিজির বংশের প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তোলেন। মানুষ যখন এসব বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তখন তিনি নিজের জন্যই এসব দাবি করে বসেন।

ইতিহাসবিদ ইবনু খালদুন মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের বংশধারাকে নবিজির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, 'আর যারা মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্তের বংশধারা আহলে বায়তের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াকে অস্বীকার করেন, তাদের দাবির পক্ষে কোনো দলিল নেই। যদিও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি এ বংশধারা নিজের থেকে দাবি

[১] সুকুতু দাওলাতিল মুওয়াহহিদিন, ডক্টর মুরাজি আকিলা : ৩৬।

করেছেন, তবু প্রত্যাখ্যানের সুযোগ নেই। কেননা, মানুষ সাধারণত তাদের বংশধারার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হয়ে থাকে।'[২]

তবে ইবনু খালদুনের এ কথায় যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। কেননা, অভিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাসবিদরা এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, ইবনু তুমার্ত তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মিথ্যা কথা বলা ও ধোঁয়াশা তৈরির ক্ষেত্রে তাকওয়ার ধার ধারতেন না।[৩]

সামসময়িক ইতিহাসবিদদের মধ্য থেকে ডক্টর আবদুল মাজিদ আন নাজ্জার আহলে বায়তের সঙ্গে ইবনু তুমার্তের বংশধারার সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে ইবনু খালদুনের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও যৌক্তিক সম্ভাবনার প্রতি খেয়াল করে এ বংশধারার সত্যতা অটুট থাকবে।

সামসময়িক আরেকজন ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ আল্লানের অভিমত হলো, এ দাবি নিতান্তই মিথ্যা। এটা ধার নেওয়া সেই কাপড়ের মতো, যার পেছনে ইবনু তুমার্তের উদ্দেশ্য হলো, নিজের মধ্যে প্রতিশ্রুত মাহদির বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটানো, যা তার ইমামত ও নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।[৪]

নিরপেক্ষ গবেষণায় উঠে এসেছে যে, মুহাম্মাদ ইবনু তুমার্ত ক্রমবর্ধমান দাওয়াহের সমর্থক ও সহায়ক জোগানোর আশায় নিজেকে কুরাইশি হাশিমি বংশের দাবি করেছেন। এর থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হয়েছি :

১. ইতিহাসবিদদের কাছে বিশেষ করে বংশবিদ্যায় অভিজ্ঞ আলিমদের কাছে ইবনু তুমার্ত আরব বংশোদ্ভূত বলেও প্রমাণিত নন। তাকে যারা আরব বলেন, তারা মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের ইতিহাসবিদ—যারা এই সাম্রাজ্যের সুলতান ও আমিরদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস রচনা করেছেন; অথবা ইবনু তুমার্তের দাওয়াহ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।[৫]

২. বিলাদুল মাগরিবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের কাছে এরূপ দাবি সাধারণভাবেই প্রচলিত ছিল। রাফিজি উবায়দি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও আমরা এ বিষয়টা লক্ষ করেছি।

৩. এমনকি ইবনু তুমার্তের আরব বংশোদ্ভূত হওয়ার বিষয়টা তার অনুসারীদেরও প্রথমে জানা ছিল না। পরবর্তীদের কাছে তিনি যখন নিজস্ব প্রয়োজনে এ দাবি করেন, তখন থেকে বিষয়টা তাদের মধ্যে আলোচিত হতে থাকে।

---

[২] আল-মুকাদ্দিমা, আবু জায়েদ আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু খালদুন : ২৬।

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ইমাম শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ জাহাবি, শুআইব আরনাউত নিরীক্ষিত : ১৯/৫৩৯।

[৪] *আসরুল মুরাবিতিন ওয়াল মুওয়াহহিদিন ফিল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস*, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল্লান : ৫৫৭।

[৫] এই ইতিহাসবিদদের অন্যতম হলেন আবু বকর সানহাজি (যিনি বায়াজাক নামে প্রসিদ্ধ) ও ইবনুল কাত্তান প্রমুখ।